Naya Jamana Evening Edition.....22 July...2026_Layout 1 25-07-2026 16:05 Page 1

বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জামানা

সান্ধ্য সংস্করণ

৮ শ্রাবন্ ।। ১৪৩৩।। শনিবার ২৫ জুলাই ২০২৬ ।। ১ ম বর্ষ ৪০৮ সংখ্যা ।। ৪ পাতা

আন্দোলনের নামে গুন্ডামি! 'ককরোচ' মিছিলে ২৫০০ দাগি অপরাধী, পুলিশকে ধারালো অস্ত্রের কোপ

বন্যায় ভাসছে অসম, ১২ জেলায় ক্ষতিগ্রস্ত সাত লক্ষের বেশি মানুষ, মৃত বেড়ে ৬২

কৃষ্ণ সাগরে রুশ জলসীমায় বাণিজ্যতরীতে হামলা! মৃত ভারতীয় নাবিক, কড়া নিন্দা নয়াদিল্লির

ধর্মতলায় সাংবাদিক নিগ্রহে

গুন্ডাদমন আইন, হুঁশিয়ারি শুভেন্দুর

নয়া জামানা ঃ নিট প্রশ্নফাঁস ইস্যুতে ককরোচ জনতা পার্টি-র সমর্থনে কলকাতায় শুক্রবার মিছিল ও জমায়েতকে ঘিরে তুমুল বিশৃঙ্খলা ছড়ায়। প্রতিবাদের নামে যা হয়েছে, তাকে কার্যত 'জঙ্গিপনা' বলে আখ্যা দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। বিধানসভায় দাঁড়িয়ে তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দেন, অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে এবার গুন্ডাদমন আইনে মামলা রুজু করে কড়া শাস্তির ব্যবস্থা করা হবে। এমন ব্যবস্থা করব, তিন পুরুষ মনে রাখ বে; বিধানসভা থেকে এই ভাষাতেই হুঁশিয়ারি দেন তিনি ইতিমধ্যেই বিশৃঙ্খলার ঘটনায় মোট ৭০ জনকে চিহ্নিত করেছে প্রশাসন।

মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, এঁদের কেউই ছাত্র নন, ককরোচ পার্টির সদস্যও নন ; বরং আন্দোলনের ভিড়ে মিশে যাওয়া 'বহিরাগত'। উল্লেখ্য, ধর্মতলার এই ঘটনাতেই রাজ্যে প্রথমবার গুন্ডাদমন আইন প্রয়োগ হল। এর আগে বারুইপুরে নাবালিকা ধর্ষণ-খুন ও গণপিটুনির ঘটনায় এই আইনে মামলা রুজুর কথা থাকলেও, সে সময় বিলটি আইনে পরিণত হয়নি বলে তা সম্ভব হয়নি। ঘটনায় মোট সাতটি এফআইআর দায়ের হয়েছে ; হেয়ার স্ট্রিট থানায় ছ'টি এবং এন্টালি থানায় একটি, যার মধ্যে পুলিশের স্বতঃপ্রণোদিত মামলাও রয়েছে। এফআইআরে অভিযোগ, বিক্ষোভকারীরা পতাকা-ব্যানার-গাড়ি নিয়ে রাস্তা দখল করেন এবং জনতাকে উসকে গোটা ডোরিনা ক্রসিং দখলের ডাক দেন। বারবার মাইকিংয়ে জমায়েত বেআইনি ঘোষণা করে এলাকা ছাড়তে বলা হলেও তা উপেক্ষা করে পুলিশের দিকে বোতল, জুতো, লাঠি ও পাথর ছোড়া হয় বলে অভিযোগ। ঘটনাস্থলে কর্মরত

সাংবাদিকদেরও হেনস্তার শিকার হতে হয়। মামলায় বেআইনি জমায়েত, অশান্তি ছড়ানো, সরকারি কর্মীদের কাজে বাধা ও মারধর, রাস্তা অবরোধ, উসকানি-বিদ্বেষ ছড়ানো এবং সরকারি নির্দেশ অমান্য করা-সহ একাধিক ধারা যুক্ত হয়েছে।মুখ্যমন্ত্রী জানান, তিনি নিজে এসএসকেএম হাসপাতালে গিয়ে আহত সাংবাদিকদের সঙ্গে দেখা করেছেন। তাঁর কথায়, ককরোচ মার্চ ব্যানারে কর্মসূচি ডাকা হয়েছিল। পুলিশকে সংযত থাকার নির্দেশ ছিল। কিন্তু সিপিএমের ছাত্র সংগঠন এসএফআই, ডিওয়াইএফআই, ডিএসও, এআইএসএফ ঢুকে পড়ে, যাঁদের অধিকাংশেরই নিটের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই। তাঁর অভিযোগ, রাজাবাজার, খিদিরপুর, পার্ক সার্কাস, গার্ডেনরিচ, নিউটাউন থেকে লোক জড়ো করা হয়েছিল এবং পূর্বপরিকল্পিতভাবে পুলিশকে প্ররোচিত করে লাঠিচার্জ ঘটানোর চেষ্টা হয়, যাতে বাধেনি পুলিশ। তা সত্ত্বেও ছ'জন সাংবাদিক গুরুতর জখ ম হন বলে জানান তিনি।চার অভিযুক্তের নাম উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন ; রাজাবাজারের আফরোজ, খিদিরপুরের নাহিন, একবালপুরের তানভির এবং ওয়াটগঞ্জের রাহুল জামাল। তাঁর দাবি, গুন্ডাদমন আইনে এমন ব্যবস্থা নেওয়া হবে যা এঁদের তিন পুরুষ মনে রাখবে।

নলহাটিতে এনআইএ-র অভিযানে উদ্ধার অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট, ডিটোনেটর, গ্রেপ্তার এক

নয়া জামানা , বীরভূম ঃ নলহাটিতে জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা -র অভিযানে উদ্ধার হল বিপুল পরিমাণ বিস্ফোরক। গোপন সূত্রে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে তল্লাশি চালিয়ে প্রায় ২০ বস্তা অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট এবং প্রচুর সংখ্য ক ডিটোনেটর উদ্ধার করেছেন তদন্তকারীরা। ঘটনায় এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। উদ্ধার হওয়া বিস্ফোরক কোথা থেকে এল এবং কী উদ্দেশ্যে এত বিপুল পরিমাণ বিস্ফোরক মজুত করা হয়েছিল, তা জানতে তদন্ত শুরু করেছে এনআইএ।এনআইএ সূত্রে জানা গিয়েছে, নলহাটির একটি এলাকায় বিপুল পরিমাণ বিস্ফোরক মজুত থাকার বিষয়ে গোপন সূত্রে খবর পান তদন্তকারীরা। সেই তথ্যের ভিত্তিতে কলকাতার নিউটাউন থেকে এনআইএ-র একটি দল নলহাটির উদ্দেশে রওনা দেয়। স্থানীয় নলহাটি থানার পুলিশের সহযোগিতায় নির্দিষ্ট জায়গায় শুরু হয় তল্লাশি অভিযান।দীর্ঘ সময় ধরে তল্লাশি চালানোর পর তদন্তকারীদের হাতে আসে বিপুল পরিমাণ অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট। মোট ২০ বস্তা অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট উদ্ধার হয়েছে বলে সূত্রের খ বর। পাশাপাশি প্রচুর সংখ্যক ডিটোনেটরও উদ্ধার করা হয়েছে। এত বিপুল পরিমাণ বিস্ফোরক একসঙ্গে উদ্ধারের ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়।তল্লাশি অভিযানের সময় ঘটনাস্থল থেকে এক ব্যক্তিকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করেন তদন্তকারীরা। তাঁর বক্তব্যে একাধিক অসঙ্গতি ধরা পড়ে বলে এনআইএ সূত্রে দাবি। এরপরই তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

যদিও ধৃত ব্যক্তির পরিচয় এখনও প্রকাশ্যে আনা হয়নি।তবে তদন্তকারীদের কাছে এখন সবচেয়ে বড় প্রশ্ন, কী উদ্দেশ্যে এত বিপুল পরিমাণ বিস্ফোরক মজুত করা হয়েছিল? এর পিছনে কোনও নাশকতার পরিকল্পনা ছিল কি না, নাকি সম্পূর্ণ অন্য কোনও উদ্দেশ্যে এগুলি রাখা হয়েছিল;তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

নিট-ঝড়ে নতিস্বীকার !

ইস্তফা দিলেন ধর্মেন্দ্র প্রধান

নয়া জামানা ঃ নিট পরীক্ষায় কেলেঙ্কারি ও অনিয়মের জেরে তৈরি হওয়া ছাত্র আন্দোলনের প্রবল চাপে অবশেষে পদত্যাগ করলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কাছে নিজের পদত্যাগপত্র পাঠিয়ে দেন তিনি, দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক চাপের পর।পদত্যাগের পর তরুণ সমাজের উদ্দেশে দু'পাতার একটি খোলা চিঠি লেখেন ধর্মেন্দ্র প্রধান। চিঠিতে তিনি স্পষ্ট করেন, এই সিদ্ধান্ত তাঁর ব্যক্তিগত প্রতিপত্তির প্রশ্ন নয়। বরং আন্দোলনের সুযোগ নিয়ে কোনও রাষ্ট্রবিরোধী শক্তি যাতে মাথাচাড়া দিতে না পারে এবং পড়ুয়াদের ভবিষ্যৎ যাতে আইনি জটিলতায় আটকে না যায়, সেই বিবেচনা থেকেই তিনি মন্ত্রিসভা ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।চিঠিতে গত ১০ দিনের ঘটনাক্রমে তাঁর মনঃকষ্টের কথাও তুলে ধরেছেন প্রধান। যন্তর মন্তরে চলা টানা বিক্ষোভ এবং দেশের বিভিন্ন প্রান্তের পরিস্থিতি প্রসঙ্গে তিনি লেখেন, দেশের ঐক্য অটুট রাখা এবং সন্তানরা যাতে আইনি জটিলতায় না জড়িয়ে পড়াশোনা

ও ভবিষ্যতে মনোনিবেশ করতে পারে, সেই লক্ষ্যেই তিনি প্রধানমন্ত্রীর কাছে পদত্যাগপত্র পাঠিয়েছেন।খোলা চিঠিতে ৩ মে-র নিট-ইউজি পরীক্ষার অনিয়ম থেকে শুরু করে সরকারের নেওয়া একের পর এক পদক্ষেপের খতিয়ান তুলে ধরেছেন সদ্যপ্রাক্তন মন্ত্রী - অনিয়ম প্রকাশ্যে আসার পরই তদন্তভার সিবিআই-কে দেওয়া হয় এবং বাতিল হওয়া পরীক্ষা গত ২১ জুন ফের সফলভাবে গ্রহণ করা হয়।স্বচ্ছতা আনতে আগামী বছর থেকে নিট সম্পূর্ণ কম্পিউটার-ভিত্তিক পদ্ধতিতে নেওয়া হবে।গত ১৬ জুলাই প্রকাশিত ফলাফলে দরিদ্র পরিবারের বহু মেধাবী পরীক্ষার্থী সাফল্য পেয়েছেন বলে দাবি করেছেন তিনি।প্রধান দাবি করেন, শুরু থেকেই তিনি এই পরিস্থিতির নৈতিক দায় নিজের কাঁধে নিয়েছিলেন এবং পরীক্ষা-মাফিয়ার কারণে কোনও মেধাবী ছাত্রের ভবিষ্যৎ যাতে নষ্ট না হয়, তা নিশ্চিত করার চেষ্টা করেছেন। তবে দায়িত্বশীল পদে থেকেও কিছু ব্যক্তি শিক্ষার্থীদের বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেছেন বলে ক্ষোভ প্রকাশ করেন তিনি।চার দশকেরও বেশি সময় ধরে ছাত্র, শিক্ষক ও শিক্ষা সংস্কারের কাজে যুক্ত থাকার প্রসঙ্গ টেনে প্রধান লেখেন, শক্তিশালী ও দূরদর্শী শিক্ষাব্যবস্থাই একটি শক্তিশালী রাষ্ট্রের ভিত্তি। প্রধানমন্ত্রী মোদীর নেতৃত্বে দেশসেবার সুযোগ পাওয়ার জন্য কৃতজ্ঞতা জানিয়ে মন্ত্রিসভার সহকর্মী ও শিক্ষা মন্ত্রকের আধিকারিকদেরও ধন্যবাদ জানান তিনি। চিঠির শেষে জগন্নাথ দেবের আশীর্বাদ কামনা করে ভবিষ্যতেও যুবসমাজের স্বপ্নপূরণে নিজেকে নিয়োজিত রাখার অঙ্গীকার করেন তিনি।

Naya Jamana Evening Edition.....22 July...2026_Layout 1 25-07-2026 16:05 Page 2

একসঙ্গে তিনবোন বিয়ে করলেন এক যুবককে!

নয়া জামানা ডেক্স ঃ তিনবোনের কীর্তিতে অবাক নেটপাড়া। উত্তরপ্রদেশের আমরোহার এক চাঞ্চল্যকর ঘটনা সামনে এসেছে, যা নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় এখন তুমুল চর্চা চলছে। সেখানকার এক মন্দিরে তিন বোন একসঙ্গে একই যুবককে বিয়ে করেছেন। এই ঘটনার ভিডিও নেটপাড়ায় ছড়িয়ে পড়ার পরই তা হু হু করে ভাইরাল হয়ে যায়।জানা যাচ্ছে, ধাউরিয়া গ্রামের বাসিন্দা ওই তিন তরুণী সোশ্যাল মিডিয়ায় নিয়মিত কনটেন্ট তৈরি করতেন। তাঁদের সঙ্গেই ক্যামেরাম্যান হিসেবে কাজ করতেন বিকাশ নামের এক যুবক। পরিবারের পক্ষ থেকে যখন তিনবোনের আলাদা জায়গায় বিয়ের তোড়জোড় শুরু হয়, তখন বিপত্তি বাঁধে। ছোটবেলা থেকে একসঙ্গে বড় হওয়া এই তিনবোন কিছুতেই একে অপরের থেকে আলাদা থাকতে রাজি ছিলেন না। তাঁদের দাবি, আলাদা থাকতে হবে জেনে তাঁরা আত্মহত্যার কথা পর্যন্ত ভেবেছিলেন। শেষ পর্যন্ত সব জল্পনার অবসান ঘটিয়ে তাঁরা তিনজন মিলেই ওই ক্যামেরাম্যানকে জীবনসঙ্গী হিসেবে বেছে নেন। স্থানীয় একটি চামুণ্ডা মন্দিরে লুকিয়ে তাঁদের এই বিয়ে হয়।এদিকে ভিডিওটি প্রকাশ্যে আসার পর থেকেই সমাজমাধ্যমে মিশ্র প্রতিক্রিয়া

দেখা গিয়েছে। অনেকে যেমন এই নিয়ে ট্রোল শুরু করেছেন, তেমনই কিছু হিন্দু সংগঠন এই বিয়ের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে। অনেক নেটিজেনদের মতে, হিন্দু বিবাহ আইন অনুযায়ী একই সঙ্গে একাধিক বিয়ে আইনসিদ্ধ নয়। তবে সমালোচকদের মুখের ওপর জবাব দিয়ে ওই তরুণীরা একটি ভিডিও বার্তায় স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন যে, তাঁরা সকলেই সাবালিকা এবং নিজেদের ইচ্ছাতেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এমনকী পুলিশের কাছেও তাঁরা একই কথা জানিয়েছেন। কিন্তু তাঁদের যুক্তির কাছে কীভাবে বশ্যতা স্বীকার করলেন ওই যুবক? সেই প্রশ্নই ঘুরছে সোশ্যাল মিডিয়ায়।

৪০ বছর পুরুষ হয়ে বাঁচেন তামিলনাড়ুর এই মহিলা

নয়া জামানা ডেক্স ঃ পরবর্তীকালে এক সাক্ষাৎকারে পেচিয়াম্মাল বলেন, পুরুষের পোশাক ও পরিচয় তাঁকে এমন সম্মান, নিরাপত্তা ওস্বাধীনতা দিয়েছে, যা একজন একাকী নারী হিসেবে তিনি কখনও পাননি।যাকে সারা জীবন 'বাবা' বলে ডেকেছে সন্তান, আজ তাঁকেই ডাকতে হবে 'মা' বলে; এর চেয়ে বিস্ময়কর আর কী বা হতে পারে সন্তানের কাছে? অথচ এ গল্প সিনেমার নয়, বাস্তবের এক্কেবারে জ্বলন্ত উপাখ্যান। গল্পের কেন্দ্রে তামিলনাড়ুর বাসিন্দা এস. পেচিয়াম্মাল। পেচিয়াম্মালের বিয়ে হয়েছিল মাত্র ২০ বছর বয়সে। কিন্তু বিয়ের মাত্র ১৫ দিনের মাথায় হৃদরোগে মারা যান তাঁর স্বামী শিবা। এদিকে, তারই মধ্যে অন্তঃসত্ত্বা হয়েছেন পেচিয়াম্মল। নির্দিষ্ট সময়ে জন্ম দিলেন কন্যা শানমুগাসুন্দরীকে, পেচিয়াম্মলের নিজের বয়স সে সময় মাত্র ২০। স্বামীর মৃত্যুর পর একমাত্র সন্তানকে নিয়ে শুরু হয় কঠিন সংগ্রাম। সংসার চালাতে কখনও কয়লার কারখানায়, কখনও নির্মাণকাজে, আবার কখনও দিনমজুর হিসেবে কাজ করতে হয়েছে তাঁকে। কিন্তু আর্থিক কষ্টই তো আর একমাত্র বাধা নয়। কর্মস্থলে যাওয়ার পথে বা কাজের জায়গায় বারবার যৌন হয়রানি, কুপ্রস্তাব ও নিরাপত্তাহীনতার মুখোমুখি হতে হত তাঁকে। একদিন এক ট্রাকচালক তাঁকে জোর করে গাড়িতে তোলার চেষ্টা করলে, তিনি গভীরভাবে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। সেই ঘটনাই তাঁর জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেয়।পরদিনই তিনি নিজের চুল কেটে ফেলেন, শাড়ির বদলে শার্ট ও ধুতি পরেন এবং নিজের নাম বদলে রাখেন 'মুথু মাস্টার'। এরপর শুরু হয় এক নতুন জীবন। নতুন গ্রামের মানুষ তাঁকে পুরুষ হিসেবেই চিনতে শুরু করে। নিজের ভাব-ভঙ্গি, কথা বলার ধরন; সমস্ত কিছুই পুরুষদের মতো করে ফেলেন তিনি। এমনকী অন্য কর্মীদের সঙ্গ দিতে নিয়মিত বিড়ি খাওয়া শুরু করেন। দাঁতে দাঁত চেপে লুকিয়ে রাখেন ঋতুকালীন যন্ত্রণা। সরকারি নথিপত্রও বদলে ফেলেন। নারী পেচিয়াম্মল হয়ে ওঠেন পুরুষ মুথু। গল্পকথা মনে হলেও, সত্যি ।

কাজের ফাঁকে ফ্রিজে ঢুকে জিরোবেন নাকি!

নয়া জামানা ডেক্স ঃ ফ্রিজে সচরাচর শাকসবজি বা মাছ-মাংস পুরে রাখা হয়। কিন্তু এবার সেই তালিকাতেই ঢুকতে চলেছে আস্ত গোটা মানুষ!রোদে সেদ্ধ হওয়া মানুষকে ঠাণ্ডা করার বিচিত্র ফন্দি এঁটেছে এক জাপানি সংস্থা, শুনে অবাক হবেন আপনিও। আজ্ঞে হ্যাঁ, জাপানের রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে এক আজব যন্ত্র। যার পোশাকি নাম 'হিউম্যান রেফ্রিজারেটর'! ফ্রিজে সচরাচর শাকসবজি বা মাছ-মাংস পুরে রাখা হয়। কিন্তু এবার সেই তালিকাতেই ঢুকতে চলেছে আস্ত গোটা মানুষ!তপ্ত রোদে যখন শরীর পুড়ছে, ঠিক তখনই পরিত্রাতা হয়ে এসেছে 'দো হিয়েমন বক্স'। সহজ ভাষায়, স্রেফ একজন মানুষের বসার মতো একখানা শীতলঘর। জাপানের এক রেফ্রিজারেশন ও ভেন্ডিং মেশিন প্রস্তুতকারক সংস্থা এই আশ্চর্য উদ্ভাবনটির রূপকার। আর তা বাজারে এনেছে একটি শিল্প সরবরাহকারী

সংস্থা। এই যন্ত্রের পেছনের প্রযুক্তিটি অবশ্য জাদুকরি কিছু নয়। জাপানের চেনা কুলিং ভেন্ডিং মেশিনের ভাবনা থেকেই এটি তৈরি।ঘরটির ভেতরের তাপমাত্রা ধরে রাখা হয় ১৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে। এতে রয়েছে আরামদায়ক বসার চেয়ার। সেখানে বসলেই মাথা, ঘাড়, কাঁধ আর পিঠ লক্ষ্য করে ধেয়ে আসবে প্রায় ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কনকনে ঠাণ্ডা বাতাস। মিলবে দারুণ স্বস্তি।সংস্থার দাবি, ভেতরে ঢোকার মাত্র পাঁচ মিনিটের মধ্যেই শরীর ঠাণ্ডা হতে শুরু করবে। আর টানা মিনিট দশেক কাটালে উধাও হবে তাপজনিত ক্লান্তিভাব। কারখানার কর্মী, নির্মাণস্থলের শ্রমিক বা খোলা আকাশের নিচে কাজ করা মানুষদের স্বস্তি দিতেই তৈরি এই যন্ত্র।আজব এই ফ্রিজের গুণ কিন্তু অনেক। এতে রয়েছে তিন এয়ার ফ্লো। সঙ্গে কুলিং সেটিং। তবে কেউ যাতে খুব বেশি ঠাণ্ডা লেগে জমে না যান, তার জন্য বিশ মিনিট পর নিজে থেকেই বন্ধ হয়ে যায় এই যন্ত্র। সাধারণ স্পট এসি-র তুলনায় এটি অর্ধেক বিদ্যুৎ টানে। নেই কোনও বসানোর ঝামেলা। আবার চাকা লাগানো থাকায় একে টেনে নিয়ে যাওয়া যায় যত্রতত্র।আসলে বিশ্ব উষ্ণায়নের কোপে জাপানে এখন ত্রাহি অবস্থা। তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রি পার করলে এখন তার আলাদা নামকরণ হচ্ছে। হিটস্ট্রোকে হাসপাতালে ভর্তির সংখ্যাটাও লাফিয়ে বাড়ছে। তাই বাধ্য হয়েই এমন পথ ধরছে দেশি প্রযুক্তি। ১.৫ মিলিয়ন ইয়েন দামের এই ফ্রিজ আপাতত ব্যবসা বা কাজের জায়গায় নামানো হচ্ছে। তবে গরমের যা বহর, তাতে আগামী দিনে রাস্তার মোড়ে মোড়ে হয়তো রক্তমাংসের মানুষদের জন্য এমনই ফ্রিজের সারি দেখা যাবে!

লাল ঝোলে সবুজ গোমাংস!

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ ভেজালের হাত থেকে খাদ্যসামগ্রীও যে রেহাই পায়নি, তার এক জ্বলন্ত উদাহরণ সামনে এল বাংলাদেশের খুলনার এক ঘটনায়। পাইকগাছা উপজেলায় কয়েকজন যুবক মিলে পিকনিকের আয়োজন করেছিলেন। গোমাংস রান্না হচ্ছিল। রান্না হওয়ার পরই দেখা যায়, লাল ঝোলের মধ্যে গরুর মাংসের টুকরোগুলি সবুজ হয়ে যাচ্ছে! এতে বিস্ময়ের পাশাপাশি আতঙ্কিত হয়ে পড়েন ওই যুবকরা। কাঁচা ও রান্না করা মাংস কড়াই নিয়েই থানায় ছোটেন তাঁরা। বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের কানে খবরটি পৌঁছনোমাত্র ওই মাংসের নমুনা সংগ্রহের তোড়জোড় করা হয়। তবে এসব নমুনা ঠিক কোন পরীক্ষাগারে (ল্যাবরেটরি) পাঠানো হবে এবং কী কী বিষয়

পরীক্ষা করা হবে, সে বিষয়ে আগামী রবিবার বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে আলোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।পাইকগাছা উপজেলা স্যানিটারি ইন্সপেক্টর (মেডিক্যাল টেকনোলজিস্ট) উদয় কুমার মণ্ডল জানিয়েছেন, ঘটনার খবর পেয়ে মাংস ফেলে দেওয়ার আগেই তিনি রান্না করা মাংসের নমুনা সংগ্রহ করেন। একইসঙ্গে সংশ্লিষ্ট মাংস বিক্রেতার দোকানের ফ্রিজ থেকে প্রায় ৬০০

গ্রাম কাঁচা মাংস বাজেয়াপ্ত করা হয়। পরে গত বৃহস্পতিবার কাঁচা ও রান্না করা দুই ধরনের নমুনাই খুলনার জেলা নিরাপদ খাদ্য কর্মকর্তার কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।কড়াইয়ের মাংসে শুধু টুকরোগুলোর রং পরিবর্তন হয়েছে, কিন্তু ঝোলের রং স্বাভাবিক ছিল। তাই ল্যাবরেটরির চূড়ান্ত রিপোর্ট ছাড়া এখনই নির্দিষ্ট করে কিছু বলা সম্ভব নয়। এদিকে মডার্ন বেকারির কর্মচারী লিটন হোসেন জানিয়েছেন, প্রশাসনের কাছে দেখানোর পর তারা ওই মাংস ফেলে দিয়েছেন।বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের খুলনা জেলা কার্যালয়ের নিরাপদ খাদ্য আধিকারিক মোকলেছুর রহমান জানান, সংগৃহীত নমুনাগুলো বর্তমানে সংরক্ষণ করা হয়েছে। তবে কোনও পরীক্ষাগারে পাঠানোর আগে কী কারণে এমনটি হতে পারে, সেই সম্ভাব্য বিষয়গুলো নির্ধারণ করা জরুরি। এর জন্য রবিবার প্রাণিসম্পদ বিভাগের বিজ্ঞানী ও বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে আলোচনা করে ল্যাব ও পরীক্ষার বিষয়বস্তু চূড়ান্ত করা হবে। প্রাথমিক পর্যবেক্ষণের বিষয়ে আধিকারি জানান, সাধারণত মাংস পচে গেলে এই ধরনের সবুজ রং ধারণ করার কথা নয়। ধারণা করা হচ্ছে, রান্নার সময় ব্যবহৃত কোনও উপাদান, পাতিল বা অন্য কোনও বাহ্যিক উপাদানের সঙ্গে মাংসের প্রোটিনের বিক্রিয়া ঘটে এমন রঙের সৃষ্টি হতে পারে।তিনি উল্লেখ করেন, কড়াইয়ের মাংসে শুধু টুকরোগুলোর রং পরিবর্তন হয়েছে, কিন্তু ঝোলের রং স্বাভাবিক ছিল। তাই ল্যাবরেটরির চূড়ান্ত রিপোর্ট ছাড়া এখনই নির্দিষ্ট করে কিছু বলা সম্ভব নয়। এদিকে মডার্ন বেকারির কর্মচারী লিটন হোসেন জানিয়েছেন, প্রশাসনের কাছে দেখানোর পর তারা ওই মাংস ফেলে দিয়েছেন। তবে কৌতূহলী কয়েকজন দেখতে চাওয়ায় তাঁদের সামান্য কিছু অংশ দেওয়া হয়েছিল। এখন পরীক্ষার ফলাফলে কী আসে, সেটির অপেক্ষায় রয়েছেন তারা। গত বুধবার সকালে পাইকগাছা বাজারের এক বিক্রেতার কাছ থেকে পিকনিকের জন্য চার কেজি গরুর মাংস কেনেন মডার্ন বেকারির কর্মচারীরা।

Naya Jamana Evening Edition.....22 July...2026_Layout 1 25-07-2026 16:05 Page 3

ফাটা পাইপে ভেস্তে গেল ‘হর ঘর জল’, সালানপুরে ক্ষোভে কাজ বন্ধ গ্রামবাসীদের

সীতারাম মুখোপাধ্যায়,নয়া জামানা , সালানপুর ঃ সরকারি প্রকল্পের বিজ্ঞাপনে প্রতিশ্রুতি ছিল; হর ঘর জল। কিন্তু সালানপুর ব্লকের সিদাবাড়ি ও সংলগ্ন একাধিক গ্রামের বাস্তব চিত্র যেন তার সম্পূর্ণ উল্টো। কল আছে, পাইপ আছে, প্রকল্পও আছে; নেই শুধু নির্ভরযোগ্য পানীয় জল। বরং বারবার পাইপলাইন ফেটে যাওয়া, দূষিত জল সরবরাহ এবং সপ্তাহের পর সপ্তাহ জলসংকটে অতিষ্ঠ হয়ে শেষ পর্যন্ত কাজই বন্ধ করে দিলেন গ্রামবাসীরা। প্রশাসনের চেয়ে সাধারণ মানুষের ধৈর্যের বাঁধ আগে ভাঙল। তারপরই নড়েচড়ে বসল জনস্বাস্থ্য কারিগরি (পিএইচই) দপ্তর। শুক্রবার গ্রামবাসীদের প্রবল চাপের মুখে ঘটনাস্থলে পৌঁছতে বাধ্য হন পিএইচই-র নির্বাহী প্রকৌশলী এবং সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার। দীর্ঘ বৈঠকের পর তাঁরা দ্রুত ও স্থায়ী সমাধানের আশ্বাস দেন। কিন্তু প্রশ্ন উঠছে, গ্রামবাসীরা রাস্তায় না নামলে কি এই উদ্যোগও দেখা যেত? স্থানীয়দের অভিযোগ, ২০২২ সালে জল জীবন মিশনের অধীনে বসানো পাইপলাইন শুরু থেকেই নিম্নমানের। জলের চাপ বাড়লেই পাইপ ফেটে যাচ্ছে। ফলে সিদাবাড়ি, বাসকেটিয়া, ধুনোডি, কালীপাথর, রামচন্দ্রপুর, কল্যাণেশ্বরী, লেফট ব্যাঙ্ক, হদলা ও বাথানবাড়ি-সহ বিস্তীর্ণ এলাকার হাজার হাজার মানুষ এক ফোঁটা নিরাপদ পানীয় জলের জন্য কার্যত অসহায়। কোথাও

জল নেই, কোথাও আবার নোংরা ও দূষিত জল পৌঁছচ্ছে বাড়িতে। ক্ষুব্ধ গ্রামবাসীরা স্পষ্ট জানিয়ে দেন, শুধু ভাঙা অংশ জোড়া লাগিয়ে দায় এড়ানো চলবে না। পুরো সরবরাহ ব্যবস্থার সংস্কার, নিম্নমানের পাইপ বদলে উন্নতমানের পাইপ বসানো এবং ভবিষ্যতে একই সমস্যা যাতে না হয়, তার লিখিত নিশ্চয়তা চাই। এই অবস্থানেই কয়েকদিন আগে তাঁরা মেরামতির কাজ সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেনবৈঠকে পিএইচই কর্তারা ক্ষতিগ্রস্ত পাইপলাইন দ্রুত মেরামত, নিয়মিত জলের গুণমান পরীক্ষা, ব্লিচিং পাউডার ও রাসায়নিক ব্যবহারের লিখিত রেকর্ড সংরক্ষণ এবং কর্মীদের উপস্থিতির রেজিস্টার রক্ষার আশ্বাস দেন। পাশাপাশি বিডিওর মাধ্যমে যৌথ স্মারকলিপি পাঠিয়ে বিষয়টি উচ্চপদস্থ কর্তৃপক্ষ, স্থানীয় বিধায়ক ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর নজরে আনার কথাও জানানো হয়। স্থানীয় বিজেপি নেতা তীর্থ সেনের অভিযোগ, নিম্নমানের পাইপ বসানোর ফল আজ সাধারণ মানুষ ভোগ করছেন। তাঁর দাবি, স্থায়ী সমাধানের জন্য মূল লাইনে গ্যালভানাইজড আয়রন (জিআই) পাইপ বসাতেই হবে।

শহিদ সপ্তাহের আগে সীমান্তে পুলিশের নজরদারি, পুরুলিয়ার জঙ্গল ও গ্রামে তল্লাশি-টহল

নয়া জামানা, বান্দোয়ান ঃ জঙ্গলে কোনও অপরিচিত ব্যক্তি ঘোরাফেরা করছে কি না, কিংবা কোনও সন্দেহভাজন বা সশস্ত্র ব্যক্তি গ্রামে আশ্রয় নিয়েছে কি না;তা খতিয়ে দেখতে ঝাড়খণ্ড সীমান্তবর্তী পুরুলিয়ার বান্দোয়ানে জোরদার করা হল পুলিশি নজরদারি। সিপিআই (মাওবাদী)-র ‘শহিদ সপ্তাহ’-এর আগে শুক্রবার সীমান্তবর্তী একাধিক গ্রামে টহল দেওয়ার পাশাপাশি গ্রামবাসীদের সঙ্গে ‘খাটিয়া বৈঠক’ করেন পুলিশ আধিকারিকরা। সন্দেহজনক কোনও ব্যক্তি বা গতিবিধি নজরে এলে দ্রুত পুলিশকে জানানোর আবেদন জানানো হয়েছে। পাশাপাশি গ্রামবাসীদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে সংশ্লিষ্ট থানা থেকে জেলা পুলিশের কন্ট্রোল রুম পর্যন্ত বিভিন্ন যোগাযোগ নম্বর।পুলিশ ও গোয়েন্দা সূত্রে খবর, ঝাড়খণ্ডের সারাণ্ডা এলাকা থেকে মাওবাদীদের একটি দল সরে এসে পুরুলিয়ার ঝাড়খণ্ড সীমান্তবর্তী জঙ্গল এলাকায় আশ্রয় নিতে পারে। সেই সম্ভাবনার কথা মাথায় রেখেই সীমান্ত এলাকায় নজরদারি বাড়ানো হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রের দাবি। বেশ কিছু ফাঁকা শিবিরেও ফের বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।গোয়েন্দা সূত্রের বরাত দিয়ে জানা যাচ্ছে, মাওবাদীদের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য অসীম মণ্ডল ওরফে আকাশ, তিমির, মনোজ দা-সহ তাঁর স্কোয়াডের

১০ থেকে ১২ জন সশস্ত্র সদস্য সীমান্তবর্তী পাহাড়-জঙ্গলঘেরা গ্রামগুলিতে আশ্রয় নিতে পারে বলে আশঙ্কা রয়েছে। যদিও এই আশঙ্কার সত্যতা যাচাই করতে নজরদারি ও তল্লাশি চালানো হচ্ছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে।এই পরিস্থিতিতে শুক্রবার সকালে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (অপারেশন) বিদ্যাগড় অজিষ্কা অনন্তের নেতৃত্বে বান্দোয়ান এলাকায় বিশেষ টহল শুরু হয়। সঙ্গে ছিলেন মানবাজার মহকুমা পুলিশ আধিকারিক শ্বাশতী শ্বেতা সামন্ত, বান্দোয়ান থানার ওসি মৃন্ময় ভকত-সহ সিআরপিএফ, কাউন্টার ইনসারজেন্সি ফোর্স এবং জুনিয়র কনস্টেবল (অ্যাসল্ট গ্রুপ)-এর সদস্যরা।পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ঝাড়খণ্ড সীমান্ত ঘেঁষা রাজগ্রাম, চৌড়া, কুলডাঙা, সাতারা, বুরুডি, চিরাগাজর ও আমঝর্না-সহ একাধিক গ্রামে এরিয়া ডমিনেশন করা হয়। জঙ্গল ও গ্রাম সংলগ্ন এলাকায় টহল দেওয়ার পাশাপাশি স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলেন পুলিশ আধিকারিকরা। বৈঠকে এলাকার অপরিচিত ব্যক্তি, সন্দেহজনক গতিবিধি কিংবা নতুন করে কারও আনাগোনা চোখে পড়লে দ্রুত পুলিশকে জানানোর আবেদন করা হয়।গ্রামবাসীদের সঙ্গে পুলিশের এই সরাসরি যোগাযোগের অন্যতম উদ্দেশ্য হিসেবে উঠে এসেছে তথ্যের আদান-প্রদান। প্রতিটি গ্রামের বাসিন্দাদের হাতে সংশ্লিষ্ট থানার আধিকারিক থেকে শুরু করে জেলা পুলিশের কন্ট্রোল রুম পর্যন্ত যোগাযোগের নম্বর-সহ ছাপানো কাগজ তুলে দেওয়া হয়েছে। কোনওরকম সন্দেহজনক গতিবিধি নজরে পড়লে যাতে দ্রুত পুলিশকে খবর দেওয়া যায়, সে বিষয়ে তাঁদের সচেতন করা হয়েছে।

জটেশ্বরে রেললাইনে ট্রেনের ধাক্কায় রেলকর্মীর মৃত্যু

নয়া জামানা, আলিপুরদুয়ার ঃ অসতর্কতার জেরে রেল লাইনে কাজ করার সময় ট্রেনের ধাক্কায় মৃত্যু হল এক রেলকর্মীর। শনিবার আলিপুরদুয়ার জেলার জটেশ্বরের ক্ষীরেরকোট রেলক্রসিং সংলগ্ন এলাকায় এই দুর্ঘটনাটি ঘটে। পুলিশ জানিয়েছে, মৃত রেলকর্মীর নাম জয়গোপাল সরকার। তাঁর আদি বাড়ি অসমে হলেও, বর্তমানে ফালাকাটায় শ্বশুরবাড়িতে থাকতেন তিনি।স্থানীয় ও প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার সকালে অন্যান্য রেলকর্মীদের সাথে ক্ষীরেরকোট এলাকায় রেললাইনে রক্ষণাবেক্ষণের কাজ করছিলেন জয়গোপালবাবু। কাজ করার

সময়ই তিনি মোবাইল ফোনে কথা বলতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। ঠিক সেই মুহূর্তেই সামনের দিক থেকে একটি গুয়াহাটি-নিউ জলপাইগুড়িগামী ট্রেন আসতে দেখে তিনি তড়িঘড়ি পাশের ট্র্যাকে সরে যান। কিন্তু ফোনে মগ্ন থাকায় তিনি খেয়াল করেননি যে, ওই একই লাইনে তাঁর পিছন দিক থেকে ধেয়ে আসছে নিউ জলপাইগুড়ি - গুয়াহাটিগামী আরেকটি ডাউন ট্রেন।কিছু বুঝে ওঠার আগেই চলন্ত ট্রেনটি তাঁকে সজোরে ধাক্কা মারে। ট্রেনের ধাক্কায় লাইন থেকে প্রায় ৫০ মিটার দূরে ছিটকে পড়েন তিনি। ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়।খবর পেয়ে জটেশ্বর ফাঁড়ির পুলিশ এবং ময়নাগুড়ি জিআরপি দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে রক্তাক্ত দেহটি উদ্ধার করে। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, মোবাইল ফোনে মগ্ন থাকার কারণেই পিছন থেকে আসা ট্রেনটির হর্ন বা আওয়াজ শুনতে পাননি ওই কর্মী। ঘটনার প্রকৃত কারণ খতিয়ে দেখতে রেল ও স্থানীয় পুলিশ যৌথ তদন্ত শুরু করেছে।

মজুরি বৃদ্ধির দাবিতে চা বাগানে জয়েন্ট ফোরামের গেট মিটিং, আন্দোলন জোরদারের ডাক

বাবলু রহমান , নয়া জামানা, জলপাইগুড়ি ঃ চা শ্রমিকদের জন্য দৈনিক ৬৬০ টাকা ন্যূনতম মজুরি কার্যকর করার দাবিতে শনিবার সকালে জলপাইগুড়ির ডেঙ্গুয়াঝাড় চা বাগানে গেট মিটিং করল জয়েন্ট ফোরাম। কর্মসূচিতে বিপুল সংখ্যক চা শ্রমিক অংশ নেন এবং অবিলম্বে ন্যূনতম মজুরি চালুর দাবি জানান।জয়েন্ট ফোরামের দাবি, দীর্ঘদিন ধরে চা শ্রমিকরা ন্যায্য মজুরি থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। তাই দ্রুত ৬৬০ টাকা দৈনিক ন্যূনতম মজুরি ঘোষণা ও কার্যকর করতে হবে। এই দাবিতে তারা দীর্ঘদিন ধরেই বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। জানা গেছে, বিএমএস এবং তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠন ছাড়া চা বাগানের অধিকাংশ শ্রমিক সংগঠনই জয়েন্ট ফোরামের সঙ্গে রয়েছে।অন্যদিকে, একই দাবিতে জলপাইগুড়ির ভান্ডিগুড়ি চা বাগানেও গেট মিটিং অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন সিআইটিইউ-র রাজ্য সাধারণ সম্পাদক জিয়াউল আলম।

বিজ্ঞপ্তি

ভ্রম সংশোধন

Sri koushik Das-S/O kamal kumar Das-আমার বাড়ি ময়নাগুড়ি হাসপাতাল পাড়া, পোস্ট অফিস-ময়নাগুড়ি জেলা-জলপাইগুড়ি,পিন নাম্বার-৭৩৫২২৪,আমি এই মর্মে জানাই যে,আমি আমার ড্রাইভিং লাইসেন্স আমার নামের বানান ভুল থাকার কারণে এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট সদর জলপাইগুড়ি আদালতে এফিডেভিট করিয়া Kaushik Das থেকে Sri Koushik Das হলাম। Kaushik das ও shri koushik das একই ব্যক্তি।

Naya Jamana Evening Edition.....22 July...2026_Layout 1 25-07-2026 16:05 Page 4

ধুঁকতে ধুঁকতেই আজো স্বাদ ছড়াচ্ছে

বাবরের স্মৃতিধন্য ‘বাবরসা’

অনেকে বলেন, এই মিষ্টির নামের সঙ্গে জড়িয়ে আছেন স্বয়ং মুঘল সম্রাট বাবর। উপহার হিসেবে এই মিষ্টি পাওয়ার পর খেয়ে খুব তারিফ করেছিলেন মুঘল বাদশা। সেই থেকেই নাকি মিষ্টির নাম হয়ে গেল ‘বাবরসা’। অন্য তথ্যও অবশ্য আছে। আঠেরো শতকের মাঝামাঝি অধুনা পশ্চিম মেদিনীপুরের ক্ষীরপাই জনপদ লুটপাট করে নিয়ে যায় বর্গিরা। আতঙ্কে যখন স্থানীয় বাসিন্দারা ক্ষীরপাই ছাড়তে আরম্ভ করেছে, তখনই তাদের পাশে এসে দাঁড়ান ইংরেজ অফিসার এডওয়ার্ড বাবরস। বর্গিদের ঠেকিয়ে দেন তিনি। তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতায় পরান আটা নামের এক স্থানীয় মিষ্টান্ন ব্যবসায়ী নতুন মিষ্টি বানিয়ে উপহার দেন বাবরসকে। সেই থেকে মিষ্টির নাম হয় বাবরসা।নামের ইতিহাস যাই হোক, পশ্চিম মেদিনীপুরের ক্ষীরপাইয়ের অন্যতম ঐতিহ্য যে ‘বাবরসা’, তা নিয়ে কোনো মতবিরোধ নেই। ময়দা, ঘি আর মধুর জোটে এই মিষ্টি যাকে বলে অমৃত। দেখতেও খানিকটা অমৃতির মতো। গরম ঘি-এর ওপর ফোঁটা ফোঁটা ময়দা ঢেলে তৈরি হয় বাবরসা-র নকশা-আদল। তারপর মধু বা চিনির সিরায় ঢেলে পরিবেশন। কিন্তু বাংলার এহেন ঐতিহ্যশালী মিষ্টিই ক্রমে বিলুপ্তির দিকে এগোচ্ছে। এর অন্যতম কারণ, রসগোল্লা, চমচম, সন্দেশ-সহ বাংলার অন্যান্য ঐতিহ্যশালী মিষ্টির মতো প্রচার কখনোই সেভাবে পায়নি ক্ষীরপাইয়ের বাবরসা। হয়তো অন্য নানা জায়গাতেও এই মিষ্টি মিললে প্রচার মিলত। কিন্তু ক্ষীরপাইয়ের নিজস্ব ঐতিহ্য হয়ে থেকে যাওয়ায় তা সম্ভব হয়নি। তাছাড়া, এই মিষ্টি তৈরিতে খরচও বেশি। ফলে, বাবরসার দামও বেশি। মফস্ সলে এত দামি মিষ্টি সহজে কেউ কিনতে চান না। ইতিহাস, ঐতিহ্য, স্বাদ সবকিছুর পরেও তাই বাবরসা ক্রমে তার জায়গা হারাচ্ছে। খরচ কমাতে মধুর জায়গা নিচ্ছে চিনির সিরা, ঘিয়ের বদলে ব্যবহৃত হচ্ছে ডালডা। এতে নিজের স্বাদও হারাতে বসেছে এই ঐতিহ্যশালী মিষ্টি।ক্ষীরপাইয়ের মিষ্টান্ন বিক্রেতারা আজ চাইছেন, বাবরসা প্রচারের আলোয় ফিরুক। তার ইতিহাস সামনে আসুক। দরকারে উদ্যোগী হোক সরকার। তাহলেই বিক্রি বাড়বে, মানও ঠিক রাখা যাবে। ঐতিহ্য বজায় রেখেই বেঁচে থাকবে ক্ষীরপাইয়ের গৌরব। সৌ ঃ ইন্সক্রিপ্ট ডট মি।

অনেকে বলেন, এই মিষ্টির নামের সঙ্গে জড়িয়ে আছেন স্বয়ং মুঘল সম্রাট বাবর। উপহার হিসেবে এই মিষ্টি পাওয়ার পর খেয়ে খুব তারিফ করেছিলেন মুঘল বাদশা। সেই থেকেই নাকি মিষ্টির নাম হয়ে গেল ‘বাবরসা’। অন্য তথ্যও অবশ্য আছে। আঠেরো শতকের মাঝামাঝি অধুনা পশ্চিম মেদিনীপুরের ক্ষীরপাই জনপদ লুটপাট করে নিয়ে যায় বর্গিরা। আতঙ্কে যখন স্থানীয় বাসিন্দারা ক্ষীরপাই ছাড়তে আরম্ভ করেছে, তখনই তাদের পাশে এসে দাঁড়ান ইংরেজ অফিসার এডওয়ার্ড বাবরস। বর্গিদের ঠেকিয়ে দেন তিনি।

সম্পাদক ঃ মানস কুমার দাস ।। সংবাদ নয়া জামানার পক্ষে প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী মানস কুমার দাস কর্তৃক ১০৯,মেঘনাথ সাহা সরণী, নিউ ব্যারাকপুর,কলকাতা -৭০০১৩১ থেকে ডিজিটালি প্রকাশিত।